‘অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন’ বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন

প্রতিবেদন প্রস্তুত:
রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট
RMMRU

০২ আগষ্ট ২০২১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

পটভূমি

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ ১৪৩ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে ল্যাটিন আমেরিকা, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিন এশিয়ায় বাস্তুচ্যুত হবে। শুধু দক্ষিন এশিয়া বাস্তুচ্যুত হবে ৩৫ মিলিয়ন মানুষ। বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়াবে ১৩ মিলিয়ন। বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত ইউএন সেন্দাই কর্মকাঠামো দাবি করে যে, এই বাস্তুচ্যুতির অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। বাস্তুচ্যুতি সমস্যা মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ফেব্রুয়ারী ২০২১ এ একটি অধিকার ভিত্তিক অর্ন্তভুক্তিমূলক জাতীয় কৌশলপত্র তৈরি করেছে। ২২ এপ্রিল তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একটি কর্মশালার মাধ্যমে এই কর্মপরিকল্পনা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ২৩শে জনু ২০২১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে একটি প্রারম্ভিক কর্মশালার আয়োজন করে।

এই কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মোঃ মোহসীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতিকুল ইসলাম ও বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব সালাউদ্দিন ফিরোজ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বাস্তুচ্যুতি নিয়ে কাজ করা দেশী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালাটি আয়োজনে সহযোগিতা করে রামরু। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন জনাব আব্দুলাহ-আল-আরিফ, উপসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

কর্মশালার লক্ষ্য

ক) কর্মপরিকল্পনা রুপরেখা প্রণয়ণ;

খ) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিকরণ;

গ) বাংলাদেশে দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগী এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা;

ঘ) গ্রুপওয়ার্কের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক জ্ঞানকে কর্মপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

কর্মশালাটি তিনটিভাগে বিভক্ত ছিল। উদ্বোধনী অধিবেশন, কার্য অধিবেশন এবং সমপানি অধিবেশন।

উদ্বোধনী অধিবেশন

উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব রঞ্জিৎ কুমার সেন, অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। তিনি জানান যে তাদের মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং কার্যাবলী ২০১৫, আইন বিধিমালা– ২০১৯, সংশোধিত জাতীয় দুর্যোগ আমেন্ডমেন্ট, জাতীয় দুর্যোগ কার্য পরিকল্পনা ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা ২০২০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল ২০২১ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। একই সাথে ২০২১ সালে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাতীয় কৌশলপত্র ২০২১ প্রণীত হয়েছে।

তিনি অবহিত করেন যে, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সংক্রান্ত, গত ২২ এপ্রিল সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রথম জুম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে সরকারের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনপিডিএম)-এ অনুচ্ছেদ ৪৮ অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২১ সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এই লক্ষে অতিরিক্তি সচিব মহোদয়কে আহ্বায়ক করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং রামরুসহ সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সমন্বয়ে করে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিগ্রুপের যাবতীয় কাজে রামরু প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, সংস্থা, জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও ভুক্তভোগীসহ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে কাজ করে এমন সকল অংশীজনকে সমন্বিতভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। দক্ষিণ অঞ্চলে ইতিমধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যেসব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেই বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের সাথে সংযুক্ত করতে না পারলে, ২০৪১ সালের উন্নয়নের লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত করতে পারে ।

এরপরে কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. তাসনিম সিদ্দিকী, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু। জাতীয় কৌশলপত্রটি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলেন এটি একটি অধিকার ভিত্তিক দলিল। এই দলিল অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি পূর্ণ সমতার সাথে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় আইনের অধীনে সকল অধিকার

ভোগ করবে যা অন্য সকল নাগরিকরা ভোগ করে থাকে। এটি অর্ন্তভুক্তিমূলক (ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধী, ভৌগলিক অবস্থান) এবং অভিযোজনের একটি কৌশল হিসেবে অভিবাসনকে স্বীকৃতি প্রদান করে। গ্রোথ সেন্টারগুলোর বিকেন্দ্রীকরণ এসডিজি-১১ অনুযায়ী অভিবাসী অর্ন্তভুক্তিমূলক নিরাপদ ও টেকসই শহর নিমার্ণ এবং ব্যাক্তিখাতকে নতুন শহরগুলোতে কর্মসৃষ্টিতে উৎসাহিতকরণ এর অন্যতম অংশ

ব্রিটিশ কাউন্সিল এর প্রকাশ প্রোগ্রামের আইবিপি ম্যানেজার আবুল বাশার তার বক্তব্যে বলেন- বাস্তুচ্যুত মানুষজন যেন বড় শহরমূখী না হয় সেজন্য এই কৌশলপত্রের আলোকে বিকল্প শহর অথবা সেকেন্ডারী সিটি উৎসাহিত করার পক্ষে রায় দিয়েছে এই কৌশলপত্র। পুরানো শহরের পুর্নবিন্যাস এবং নতুন শহর বিনিমার্ণে অর্থায়নের প্রয়োজন। আমরা ব্লেন্ডেড ফাইনান্সের মাধ্যমে সেই অর্থায়ন করতে পারি। সে সকল শহরে চাকুরির ক্ষেত্র সৃষ্টিতে প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করতে পারি।

আইওএম বাংলাদেশের বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা ক্লাষ্টারের সমন্বয়ক এন্থনি সিক্যোয়েরা বলেন- দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি বাংলাদেশে একটি বড় ইস্যু। প্রতিবছর বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের এখনই সঠিক সময়। বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে স্থায়ী সমাধান

একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সঠিক ডাটা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের অবস্থান জানা যায় এবং মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে তাদের জন্য কাজ করা যাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব জনাব ফিরোজ সালাউদ্দিন বলেন- ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এই দুর্যোগকে আমরা রুখতে পারবো না কিন্তু জনগন এবং অর্থনীতিকে দুর্যোগ সহনশীল করতে পারব। ২০২০ সালে পাঁচবার বন্যা হয়েছে, এদের অনেকেই ৫ বার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। নদী ভাঙনজনিত বাস্তুচ্যুতি খুবই নির্মম। কমলাপুরের একটি বস্তিতে চালানো জরিপে দেখা গেছে সেখানে অধিকাংশ মানুষ জামালপুর থেকে আসা নদীভাঙনজনিত বাস্তুচ্যুত মানুষ। ৪-৫ বার বাস্তুচ্যত হয়ে তারা এখন ঢাকায় এসেছে। এই কৌশলপত্রের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে সরকার আগ্রহী। এই কৌশলপত্র

বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। সেটি মন্ত্রণালয় করতে যাচ্ছে। কর্মপরিকল্পনার আলোকে যদি কাজ করা হয় এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া যায় তবেই কৌশলপত্র বাস্তবায়ন সফল হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আতিকুল ইসলাম বলেন- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত, নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেগুলো মাঠ পর্যায়ে কাজগুলো সম্পন্ন করে। মাঠ পর্যায়ে ডিডিএম এর ৪৯২টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রয়েছে এবং ৬৪টি জেলা অফিস রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে মাঠ পর্যায়ে আরও স্থাপনা গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন- এ বছরে আমরা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নদীভাঙনজনিত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারে সংখ্যা সনাক্ত করতে পেরেছি। এই হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ৫০০৯৪টি পরিবার এক বছরে নদী ভাঙন কবলিত হয়েছে। কৌশলপত্রে তাদের পুনর্বাসনের কথা বলা আছে এবং সে অনুযায়ী এগুচ্ছি। এই কৌশলপত্রে বিভিন্ন অংশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসওডি তে উল্লেখিত কমিটিগুলো মন্ত্রণালেয়র যে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তৎপর। কর্মপরিকল্পনার প্রতিটি অংশধরে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটি বেশি কার্যকর হবে। কর্মকৌশলের যেন একটি ধারাবহিকতা থাকে সেই উদ্যোগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে নেওয়া হবে। কাজের ধারাবাহিকতা না থাকলে মাঝপথে যে কোন প্রকল্পই হারিয়ে যেতে পারে।

পুরো কর্মশালাটি সভাপতিত্ব করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোহসীন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন- মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা জাতীয় এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করতে পেরেছি। আমরা এটিকে আর্ন্তজাতিক মানের একটি দলিল হিসেবে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারব। সেই লক্ষ্যে আজকের কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত সকল অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ মতামত আশা করছি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি বলেন- অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই মন্ত্রণালয় দুর্যোগ প্রতিরোধে এ বছরে ১১০টি ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম, ৫টি মুজিব কেল্লা প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া আরও ৫০টি মুজিব কেল্লার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে বাস্তুচ্যুতি কমাতে এবং বাস্তুচ্যুতদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছি। এই কৌশলপত্রটি প্রণয়নে তাসনিম সিদ্দিকী এবং তাদের প্রতিষ্ঠান রামরু আমাদের সহায়তা করছে। তাসনিম সিদ্দিকী অনুরোধ করেছেন বাংলা এবং ইংরেজী পাশাপাশি দিয়ে কৌশলপত্রটি প্রকাশের জন্য। ইতিমধ্যে আমরা এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছি। আজকের এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত সকলকে এই বিষয়ে তাদের জ্ঞানগর্ভ মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমি ধন্যবাদ জনাচ্ছি আমাদের মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জনাব মোঃ মোহসিনকে। তার সুযোগ্য পরিচালনার কারণে দুর্যোগ মোকাবেলায় মন্ত্রণালেয়র বিভিন্ন কর্মকান্ড দ্রুততার সাথে সম্পূর্ন হচ্ছে।

কার্য অধিবেশন

এই অধিবেশনে সকল অংশগ্রহণকারীরা ৬টি গ্রুপে বিভিক্ত হয়ে কাজ করেন এবং তা উপস্থাপন করেন। প্রতিটি গ্রুপের একজন করে অতিরিক্ত সচিব দলনেতা হিসবে কাজ করেন। এছাড় ছিলেন একজন মডারেটর এবং একজন র‍্যাপটর। কাজের সার সংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো:

গ্রুপ-১: বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক উপাত্ত

গ্রুপ-১ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক উপাত্তের অভাব পূরণে করণীয় নিয়ে আলোচনা করে। সরকারি বা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাস্তুচ্যুতির উপর কোন ম্যাপিং কার্যক্রম শুরু হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কত লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে তার কোন তথ্য নেই। বাস্তুচ্যুতির উপর কোন পূর্বভাস ব্যবস্থা চালু নেই। একটি দুর্যোগ ঘটলে কখন বাস্তুচ্যুতি ঘটতে পারে, তার পরিমাণ কত হবে, এসব বোঝার কোন পদ্ধতি কার্যকর নেই। বর্তমানে যে পেপার ভিত্তিক ডেটা সংগ্রহ করা হচ্ছে তা কোন আন্তর্জাতিক নিয়মের অধীনে হচ্ছে না। তৃণমূল পর্যায়ে যারা ডেটা সংগ্রহ করছেন তাদের কোন প্রশিক্ষন দেওয়া

হয় না। ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সময়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়ার্ড পর্যায়ে ডাটা ৭ দিনে সংগ্রহ করা হলেও মন্ত্রণালয়ে সেই ডেটা আসতে সময় লাগে ২১ দিন। এতে বাস্তুচ্যুতির মাত্রা বুঝতে কিছুটা সময় লেগে যায়।

কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সারাদেশে কি পরিমাণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি আছেন তাদের বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক অক্ষমতা আছে কিনা তার ভিত্তিতে জাতীয় বাস্তুচ্যুতি ম্যাপিং পরিচালনা করতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্যোগ অধিদপ্তর যে জরিপ পরিচালনা করে সেই ডি-ফর্মে বাস্তুচ্যুতির উপর প্রশ্ন অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। যদিও এটি বাস্তুচ্যুতির ওপর প্রকৃত তথ্য দেবে না তারপরও এটি দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে বাস্তুচ্যুতির কিছু ধারনা প্রদান করবে । বাস্তুচ্যুতি বুঝতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ডেটা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনায় থাকতে হবে। সেটি ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে যাতে করে রিয়েল-টাইমে ডেটা উঠে আসতে থাকে। বর্তমানে আইওএম ও ক্লাষ্টারের পক্ষ থেকে ডিজিটালাইসড ডেটা সংগ্রহের ওপর একটি পাইলটিং করা হচ্ছে। ট্যাবের মাধ্যমে ডেটা সংগ্রহ করা হবে এবং তা সরাসরি সার্ভারে চলে আসবে। এতে করে খুব দ্রুত বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ নিরুপন সম্ভব হবে। পাইলট পর্যায়ে গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন সদস্যদের মাধ্যমে এই ডেটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষন প্রদানকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। যেখানে সিপিপি ও রেডক্রিসেন্ট সদস্য রয়েছে তথ্য সংগ্রহে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। যেখানে তারা থাকবেন না সে ক্ষেত্রে সম্মানীর বিনিময়ে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দিতে হবে। কোন একটা দুর্যোগ হলে কে কোথায় আছে তা বুঝতে মোবাইল ট্র্যাকিং এর মত ডেটা এর উপর কল ডেটা রেকর্ড করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে ড্রোন অথবা স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা যেতে পারে। মোবাইল ডেটা ট্র্যাক করার সুবিধা হল সেই মোবাইলের মালিক দুর্যোগের সময় কোথায় থেকে ফোন করছে এবং দুর্যোগের পরে কোন এলাকা থেকে ফোন করছেন এটি দেখে তাকে ট্র্যাক করা সম্ভব।

গ্রুপ-২: দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বিনিয়োগ

গ্রুপ-২ ছিল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বিনিয়োগ। এখানে প্রাক-বাস্তুচ্যতিতে চলমান কিছু কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে নতুন কিছু ক্ষেত্রও সনাক্ত করা হয়েছে। সাইক্লোনে আগাম সতর্ক বার্তা এটি একটি চলমান কার্যক্রম। অর্থায়নের উৎস হিসেব সরকারি সংস্থা, সিপিপি, সরকারি, উন্নয়ন সংস্থা রেডক্রিসেন্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে থাকবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এরিয়া বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন। এমওডিএমআর অনুযায়ী এরিয়া বর্ধিত হচ্ছে। আগাম কাজ হিসেবে পূর্বভাস ভিত্তিক কাজসমূহ। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে জাতিসংঘ, ডিপিএস, রেড ক্রিসেন্ট ও সরকার, কাজের দায়িত্ব থাকবে মন্ত্রণালয়ের কাছে। দক্ষতা নিমার্ণ হিসেব কাজগুলো হবে বিভিন্ন রকম

আপনসমূহকে বোঝা, ঝুঁকি সনাক্তকরণ টেকরোলজি উদ্ভাবন, সর্বোকৃষ্ট চর্চার জন্য জ্ঞানের স্থানান্তর, অভিযোজন টেকনোলজিতে আন্ত কর্মসূচির সংযোগ করা। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, ডিপিএ ও জিসিএফ। দায়িত্ব সমূহ থাকবে, দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, বন পরিবেশে ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস ও

প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়। সিআরএ ও আরএপি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বাস্তবায়নে প্রধান কার্যক্রম হবে লবণ সহিষ্ণু কৃষি উৎপাদন, বন্যা সহিষ্ণু কৃষি উৎপাদন, কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক জীবিকার বৈচিত্র্যতা, অভিযোজন টেকনোলজি, অর্থায়ন ব্যবস্থা সহ পুর্নবাসন পরিকল্পনা। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও বেসরকারি খাতসমূহ। নতুন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বন্যার আগাম সর্তক বার্তা প্রদানে ক্ষেত্রে প্রদান কার্যক্রম হল বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও বেসরকারি খাতসমূহ, জাতিসংঘ ইত্যাদি। দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেব থাকবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। খরা ও তাপদাহের আগাম পূর্বভাসে পাইলটিং কার্যক্রমের অর্থের উৎস হিসেবে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও জাতিসংঘ। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা থাকবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়। নদী ভাঙন ভবিষ্যৎ মডেলিং এ মডেলিং এর উন্নয়ন সাধন ও আগাম কার্যক্রম হিসেবে দুরীকরণ ও সুরক্ষা থাকবে অর্থের উৎস হিসেবে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা থাকবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়।

ঝুঁকি উপাত্তে বোঝার জন্য গবেষনা কার্যকমে বিভিন্ন রকম ঝুঁকি বোঝা কার্যক্রম থাকবে। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও বেসরকারি খাতসমূহ, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা থাকবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, এলজিডি, বিএমডি ব্র্যাক ও রামরু।

বর্তমানের সরকারের সহিষ্ণু কার্যক্রমের অধীনে রয়েছে, জাতীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি কার্যাবলি, সহিষ্ণু অবকাঠামো নিমার্ণ এবং অভিযোজিতদের সামাজিক সুরক্ষা। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও, দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি। লস এন্ড ড্যামেজের জন্য অর্থ্যায়ন থাকবে।

বিভিন্নরকম বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তার মধ্যে ফসল বীমা অন্যতম। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে ব্যক্তিখাত সমূহ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, অর্থ মন্ত্রনালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়। লস এন্ড ডেমেজ কার্যক্রমে অভিযোজন ও ক্ষতিপূরণের জন্য বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। অর্থায়নের উৎস হিসেবে থাকবে জিসিএফ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সরকার । দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়। ঝুঁকি যোগাযোগ ক্ষেত্রে যেখানে মাস-কমিউনিকেশন এর ফোরকাস্ট টাকে গুরুত্ব দেয়া। সাইক্লোন, ল্যান্ডস্লাইড, ঘূর্ণিঝড় সবগুলোর ক্ষেত্রেই একই কথা।

গ্রুপ-৩: অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

গ্রুপ ৩ কাজ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থা ছোটনদী, খাল, জলাশয় পুন:খনন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০৮৬ কি:মি: খালপুন:খনন কাজ চলমান রয়েছে এবং বাঙ্গালী, করতোয়া, ফুলজোর, হুরা সাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং প্রকল্প চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ ২১৭ কি:মি: ড্রেজিং কাজ ও তীর প্রতিরক্ষার কাজ চলমান রয়েছে। নদী ভাঙ্গন জেলা যথা: ফরিদপুর, মাদারীপুর, চাঁদপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডেল্টা প্ল্যানের আওতায় ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে অরক্ষিত এলাকাগুলো চিহ্নিতকরণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্পগ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান বাঁধগুলোকে শক্তিশালীকরণ এই কাজের অংশ। বিদ্যমান বাঁধের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাঁধগুলোকে ডিজিটাল মনিটরিং এর আওতায় আনা এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটাতে হবে।

অর্থায়ন:

টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কার্যরত সংস্থা যেমন: বিশ্বব্যাংক, জাইকা, এডিবি, আইডিবি, এআইআইবি, এইচএসবিসি ইত্যাদি উৎসগুলো হতে অর্থায়নের বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল বিধিমালা ২০২১ এর আওতায় জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের মাধ্যমে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ্রুপ: ৪ জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা

গ্রুপ ৪ এর মূল বিষয় ছিল জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে যারা উদ্বাস্তু হচ্ছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্বাস্তু হবে তাদের মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, নৃ-গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দারিদ্র মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি অন্যতম । দুর্যোগকালীন সময়ে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার বর্তমানে কাজটি হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের চাহিদা একেকজনের একেকরকম । বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের একেকজনের চাহিদা একেক রকম। কেউ হয়তো কানে শোনে না, কেউ দেখতে পান না, অথবা কেউ হাটার দিক থেকে অসুবিধা, ফলে এই একটা জায়গায় কার জন্য কি ধরনের ইক্যুয়েপমেন্ট দরকার কার জন্য কি ব্যবস্থা দরকার? তার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট এলাকার একটা ডাটাবেজ দরকার। এই কাজটি করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

অধিদপ্তর ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ডাটাবেজ ধরেই নির্দিষ্ট এলাকায় দুর্যোগকালীন সময়ে সেবাদান পরিচালনা করতে হবে। সেবাগ্রহণকারীদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা দরকার। খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৬৪ টি জেলায় ৬৬ টি ত্রাণ খাদ্যগুদাম রয়েছে। ত্রাণগুদাম নিমার্ণ কার্যক্রম উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষের জরুরি কাগজাদি যাতে হারিয়ে না যায় তারা জন্য একটি ডকুমেন্ট ব্যাংক স্থাপন করতে হবে। এরকম ব্যাংক প্রতিটি উপজেলায় করা যেতে পারে। তাহলে বাস্তুচ্যুত মানুষ তাদের জরুরি দলিল, কাগজপত্র ইত্যাদি এসব ব্যাংকে জমা রাখতে পারবে। যাদের কাগজ হারিয়ে যাবে অর্থ্যাৎ তাদের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে একটি সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া কাগজ যেমন এন আইডি, জমির দলিল, নিকাহনামা, পরিশোধিত ট্যাক্স রশিদ, ইত্যাদি দ্রুত ফিরিয়ে দিবে।

দুর্যোগ মন্ত্রণালয় মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ৬৮ হাজার দুর্যোগ সহনীয় ঘর প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫৩ হাজার মানুষকে দুর্যোগ সহনীয় ঘর প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগের ধরণ অনুযায়ী কার কেমন ঘর প্রয়োজন তা নিরুপন সাপেক্ষে দুর্যোগ সহনীয় ঘর প্রদান আরও ব্যাপক করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দুর্যোগকবলিতদের গৃহ রয়েছে। সেক্ষেত্র নতুন গৃহ প্রদানের পরিবর্তে পুরোনো গৃহ শক্তশালী করতে সহযোগীতা করতে হবে। দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের এসওডি বিশ্বে সমাদৃত। কৌশলপত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই কৌশলপত্রটির বিষয়ে সকল উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনের প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষন কার্যক্রম সরাসরি এবং অনলাইন উভয় মাধ্যম ব্যবহার করে আরও বিস্তৃত করতে হবে।

গ্রুপ-৫: স্থানীয় একীভূতকরণ (লোকাল ইন্টিগ্রেশন)

তিন ধরনের স্থায়ী সমাধানের ভেতরে দ্বিতীয় হচ্ছে স্থানীয় একীভূতকরণ। স্ব-স্থানে প্রত্যাবতর্ন সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি আবার তার নিজ এলাকায় ফেরত যেতে পারে। পরিকল্পিত পুনর্বাসন হলো পূর্ব হতে ডিসপ্লেমেন্ট ঝুঁকিপূর্ণগুলো এলাকা চিহ্নিত করে তাদের অন্য নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসিত করা। স্থানীয় একীভূতকরণ হলো যে কোন দুর্যোগের পরে যখন জনগোষ্ঠি বাধ্য হয়ে আশেপাশে গ্রামে অথবা শহরে স্থানান্তরিত হয়। এদের এক অংশে দুর্যোগের পরেও নিজ এলাকায় ফিরে যাবার কোন সুযোগ থাকে না। এইসব ভুক্তভোগীদের সেই নতুন এলাকায় যেখানে তারা নতুন করে বসতি করেছে সেখানে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা। এই গ্রুপের মূল কাজ ছিল লোকাল রিইন্টিগ্রেশন বা স্থানীয় একীভূতকরণ। অর্থ্যাৎ তিনটি স্থায়ী সমাধানের একটি নিয়ে কাজ করা। এই গ্রুপ স্থানীয় একীভূতকরণকে তিনভাগে ভাগ করে। এগুলো হচ্ছে- ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং সাইকো-সোশাল একীভূতকরণ। মানুষজনকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলোতে অভিবাসন করতে নিরুৎসাহিত করা। তার জন্য আমাদের বেশ কতগুলো কাজ করতে হবে। স্থানীয় একীভূতকরণের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশান, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, শ্রম মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একত্রে

কাজ করবে। স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ও যেসকল আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আছে এবং অন্যান্য গবেষনা ফোরাম যেমন রামরু এবং অন্যান্য যারা এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অর্থনৈতিক ইন্টিগ্রেশান এর জন্য গ্রুপটি যে কয়েকটা বিষয় সনাক্ত করে, সেগুলো হলো- অভিবাসনের এলাকায় কর্মে বাজার সম্পর্কে ধারনা তৈরি, সে অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন এলাকায় কর্মে সাথে অভিবাসীদের সংযুক্তি এবং ঋণ প্রকল্প। যেখানে অভিবাসীরা নিজেদের পুনর্বাসিত করেছে সেই এলাকায় কোন ধরনের শ্রমের চাহিদা আছে তা নিরুপন করতে হবে। নতুন শহরে যেখানে বাস্তুচ্যুতরা থাকছেন সেই এলাকায় স্কিল ম্যাপিং করতে হবে। স্থানীয় জব মার্কেট তাকে সংযুক্ত করতে পারে এমন দক্ষতা প্রদান করতে হবে। অভিবাসনের শহরগুলোতে বিএমইটি অফিসগুলোকে শক্তিশালী করে এই সব এলাকায় থাকা পরিবারগুলোতে যাতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের জন্য সহজ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বল্প ভাড়ায় আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিউটার ট্রেন, চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সেবা অবকাঠামো দাঁড় করাতে হবে। নারী অভিবাসীদের জন্য স্বল্প মূল্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেসব সুবিধা বাস্তুচ্যুতদের জন্য তৈরি করা হবে তার কিছু কিছুতে স্থানীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ করতে হবে। এটি করা গেলে বাস্তুচ্যুতদের উপর হতে স্থানীয়দের নীতিবাচক মনোভাব দূর হবে। নতুন শহরগুলোতে স্থানীয় একীভূতকরণে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে ব্যক্তিখাত। ব্যক্তিখাত যাতে ঢাকা বা চট্টগ্রামে যেসব সুবিধা পায় তার অধিক সুবিধা নতুন শহরগুলোতে প্রদান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। যদি কেউ গ্রাম পর্যায়ে নতুন বসতি করে সেক্ষেত্রে তার স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করবার অধিকার থাকবে। এনএসডিপি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর সাথে মিলিয়ে আমাদের এই কাজ করতে হবে। দায়িত্ব থাকবে সেগুলো পরবর্তীতে আলোচনা হবে ।

গ্রুপ ৬: বাস্তুচ্যুত মানুষদের পরিকল্পিত পুনর্বাসন (প্ল্যানড রিলোকেশন)

গ্রুপ-৬ এ বিষয় বাস্তুচ্যুত মানুষদের পরিকল্পিত পুনর্বাসন। পরিকল্পিত পুনর্বাসন শুধু তাদের জন্য যারা তাদের এলাকায় আর প্রত্যাবর্তন করতে পারছে না; এমনকি অন্যকোন স্থানে আপন উদ্যোগে বসতি স্থাপন অথবা আয় সৃষ্টি করতে পারছে না এমন ব্যক্তিদের জন্য। পরিকল্পিত পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ অর্থ, ভূমি, আবাসন, জীবিকা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম। বাস্তুচুত মানুষদের জন্য দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প, বাস্তুচ্যুত ভূমিহীনদের জন্য সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ক্লাইমেট ভিকটিম রিহ্যাবিলিটেশান প্রজেক্ট এর মাধ্যমে গৃহনির্মাণ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর মাধ্যমে

ভূমিহীণদের জন্য গৃহনির্মাণ, ভূমিহীন চা শ্রমিকদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গৃহনির্মাণ, গুচ্ছগ্রাম/আদর্শগ্রাম (ভূমি মন্ত্রণালয়) চলমান কার্যকম সমূহের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে।

পরিকল্পিত পুনর্বাসনের জন্য শুধো ঘরবাড়ী বা জমি সরবরাহই গুরুত্বপূর্ন নয়। একই ভাবে প্রয়োজন কর্মসংস্থান। পরিকল্পিত পুনর্বাসন কোন বিচ্ছিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হতে বিরত থাকতে হবে। সেই এলাকার সাথে কর্মএলাকার স্বল্প মূল্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় এই প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত ভূমি এবং অন্য সকল সুবিধাবলি আবারও বিত্তশালী শ্রেণীর হাতে চলে যাবে।

সবুজ জলবায়ু তহবিল থেকে কিভাবে অর্থায়ন করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করা। খাস জমির অবস্থানজনিত কারণে দুর্যোগসহনশীল গৃহনির্মাণ প্রকল্পের নীতিমালায় সংশোধন আনতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট থাকবে সেগুলো হল- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বন ও জলবায়ূ পরিবর্তণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্কবিভাগ, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

এ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন হবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায়ে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড, সবুজ জলবায়ু তহবিল ইত্যাদি থেকে। বৈদেশিক অনুদান/সফটলোন ক্ষেত্রে দ্বীপাক্ষিক/বহুপাক্ষীয় সহযোগীতা মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ (WB, ADB, Jaica, Tika, EU, DFID, UNDP, USAID, GIZ etc.), বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি, এর অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সোসাল অবলিগেশান ফান্ড, এনজিও/আইএনজিও থেকে অর্থায়ণ।

সমাপ্তি অধিবেশন

গ্রুপ উপস্থাপনার পরে মাননীয় সচিব মোঃ মোহসিন সমাপ্তি অধিবেশনের সভাপত্বি করেন। এই অধিবেশনে ডিডিএম সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদানে আশ্বাস দেন। ডিডিএম মাঠ পর্যায় হতে তথ্য আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপজেলা অফিসের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। আইওএম বাস্তুচ্যুতির উপাত্ত সংগ্রহে পদ্ধতি নিমার্ণের ক্ষেত্রে আশ্বাস দেয়। আইএফআরসি দুর্যোকালীন ত্রাণ সহায়তায় অংশে ইনপুট দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এনআরপি পুরো প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থেকে কর্মপরিকল্পনার কাজ তরান্বিত করার আশ্বাস প্রদান করে। মাননীয় সচিব মহোদয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।